দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 05 AUG 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ... ৩ .....

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের মস্তানি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি নিয়ে যে স্বেচ্ছাচারী ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা যদি সত্যি হয় তবে বলতেই হবে শুধু পুলিশই নয়, যার যেখানে ক্ষমতা আছে সেখানে ক্ষমতার দাপট প্রদর্শন এবং মস্তানি করতে কেউই দ্বিধা করে না। নিয়মকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখান যে যার সামর্থ্যমতো।

জানা গেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের চলতি '৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ভর্তি হতে ইচ্ছুক জনৈক ছাত্রীর নাম ২৮শে জুলাই সাক্ষাৎকারশেষে বিভাগীয় নোটিশ বোর্ডে টাঙানো তালিকায় স্থান পায়। পরে দেখা যায় ফ্লুইড দিয়ে তার নাম প্রকাশিত তালিকা থেকে মুছে দেয়া হয়েছে। ছাত্রীটিকে ডেকে প্রবেশপত্রের পেছনে 'ভর্তি করা যেতে পারে' লেখাটিও কেটে দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পর্যায়ের কর্তাব্যক্তিরা বিষয়টি জানার পরও নাকি বিভাগীয় শিক্ষকদের একগুঁয়েমির কারণে সংশ্লিষ্ট ছাত্রীটিকে ভর্তির সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়নি।

ভর্তির জন্যে নির্বাচিত হওয়ার পরও কেন ছাত্রীটির নাম তালিকা থেকে বাদ দেয়া হলো এই প্রশ্নের সদুত্তর গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের অবশ্যই দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের সভাপতির সাথে যোগাযোগ করে কারণ জানতে চাইলে তিনি নাকি সাংবাদিকদের বলেছেন, বিষয়টি সম্পূর্ণ বিভাগের। জি না, জনাব বিভাগীয় সভাপতি, বিষয়টি বিভাগের নয়। একজন ছাত্রী ভর্তির জন্যে মনোনীত হয়েও ভর্তি হতে পারবে না, এটা মোটেই বিভাগের বিষয় নয়- এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার, গোটা দেশের ব্যাপার, শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপার। তার বিভাগকে এর জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে। এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন হলো, ভর্তির জন্য নির্বাচনের পরও তা বাতিল করা হলো কেন? ছাত্রীটি কি কোন মিথ্যা তথ্য দিয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করেছিল? তার মার্কশিট বা সার্টিফিকেট কি ভুয়া বলে ধরা পড়েছে? ভর্তি হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ততা তার ছিল না, সেটা আগে ধরা পড়েনি, পরবর্তীকালে ধরা পড়েছে বলে বিভাগ থেকে তার ভর্তির অনুমোদন প্রত্যাহার করা হয়েছে? সে রকম কিছু ঘটলে কথা ছিল না। যা ঘটেছে তাকে স্রেফ জনৈক শিক্ষকের মস্তানি বা ব্ল্যাকমেল বলে আখ্যায়িত করা যায়।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বিভাগের জনৈক শিক্ষক ছাত্রীটিকে প্রেম নিবেদন করেছিলেন। ছাত্রীটি তা প্রত্যাখ্যান করে। প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তার ভর্তির অনুমোদন বাতিল করা হয়। প্রেম নিবেদন করার মধ্যে আপত্তির কিছু নেই; কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রতিশোধ নিতে হবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কি এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে? একজন শিক্ষক কতটা নিচু মনের অধিকারী হলে এ ধরনের জঘন্য কাজে লিপ্ত হতে পারে সেটা ভাবতে অবাক লাগে।

শিক্ষকরাই যদি এরকম প্রতিশোধকামী হয় এবং প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ছাত্র বা ছাত্রীর শিক্ষাজীবন ধ্বংস করার মতো ঘৃণ্য কাজ করতে পারে তবে ছাত্ররা সন্ত্রাসী হবে, পুলিশ নির্যাতন করবে এ আর আশ্চর্য কি! শিক্ষকদের কাছ থেকেই তো সব শেখা। আমরা এই ধরনের শিক্ষককে ক্যাম্পাসে দেখতে চাই না।